জোজোদা ও নররাক্ষস

সঞ্জয় ব্রহ্ম

সে দিন গল্পের আড্ডায় কচিকাচা কিশোর যুবা মিলে জনা পনেরো এক হয়ে, জোজোদার কাছে গল্প শোনার বায়না ধরলো।-- জোজোদার অফুরন্ত স্টক গল্পের। তিনি বললেন,আজ তোদের আমি একটা রাক্ষসের গল্প শোনাবো। নররাক্ষস।

নররাক্ষসের গল্প শোনার জন্য আসরের সকলেই উদগ্রীব। সকলেই ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে চুপচাপ স্থির হয়ে বসল।

জোজোদা বলতে সু করলেন। 'মাত্র-এক টাকায় ম্যাজিক দেখুন। যাদু সম্রাটের সুযোগ্য শিষ্য দীপককুমার। স্থান--মিলনগড়ের মাঠ। রোজ দু-টো শো। বিকেল চারটে আর সন্ধ্যা ছ'টায়। মাত্র এক টাকায়।'

রোদে ঘেমে নেয়ে একটি লোক বাজারের পথে রিক্সায় চড়ে মাইকে বলে বেড়াচ্ছে। রিক্সার সামনে এবং পেছনে কাঠেরকাটআউট লাগানো রয়েছে বিভিন্ন রোম হর্ষক ম্যাজিকের। শোনা যাচ্ছে ঘোষকের ঘোষনা।

'দেখুন কি করে মানুষকে করাত দিয়ে কেটে দুভাগ করা হচ্ছে বিনা রক্তপাতে।..... দেখুন মুখ দিয়ে সুতো গিলে, পেট কেটে সুতো বার করে আনা হচ্ছে। -কি করে মানুষকে রাক্ষসে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। দেখুন আসুন। আমাদের বিশেষআকর্ষণ নর-রাক্ষস...মাত্র এক টাকায়।'

এই ঘোষক লোকটিই বিকেল বেলায় স্নো-পাউডার মেখে মাথায় রাজপুত্তুরের পাগড়ি অথবা সুট-টাই পরে মঞ্চের মধ্যেম্যাজিশিয়ান দীপক কুমার।--জোজোদা বলে চলেন। সময়টা পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে। তখন বিনোদন বলতে ছিল পাড়ার জলসা। আর যাত্রা-থিয়েটার। রামযাত্রা হতো। বড় বড় যাত্রার দল এসেও শো করতো। তাছাড়া ছিল সার্কাস এবং এই রকম ছোটখাট ভোজবাজী অথবা ম্যাজিকের দল। এরা পাড়ার মধ্যে বড় মাঠে কিংবা মেলায় খেলায় ঘাটি অর্থাৎ তাঁবু তৈরী করে পনেরো দিন কিংবা একমাস শো করত। বেশ ভিড় হতো। ছেলে-বুড়ো সকলেই এই সব অনুষ্ঠান দেখে আনন্দ পেত নাম মাত্র দর্শনীর বিনিময়ে।

টুম্পার আর ধৈর্য ধরল না। সে বলে উঠল, কাকু সেই নররাক্ষসের গল্পটা বল না। তুমি তো কি সব ম্যাজিক ট্যাজিক শু করলে?

জোজোদা খুদে ভাইপোর দিকে চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এ্যাই ডেপো দেখছিস্ তোর চেয়ে ছোট বড় সবাই চুপ করে শুনছে--আর তুই এই টুকুতেই অধৈর্য হয়ে পড়লি!

টুম্পা এবার জোজোদার গা ঘেঁষে বলে,কাকামণি রাগ করলে?
--না শোন সেই নররাক্ষসের গল্পতেই আসছি। '--দীপক কুমারের ম্যাজিক শো শুর আগে তাঁবু পড়তে না পড়তেই আমি সেখানে ঘুরঘুর করতে করতে ওদের দলের দু-এক জনের সাথে বন্ধুত্ব করে নিলাম। আমি তখন সিক্স কি সেভেনে পড়ি। ওদের দলে আমার বয়সী কয়েকজন রয়েছে--জিম্‌নাস্টিক খেলোয়াড়। জোজোদা বলে চলেন, সকাল বেলা গেটে কোনো দ্বাররক্ষী নেই। এই সুযোগে একদিন ওদের তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। তাঁবুর ভেতরে মাঝখানে মঞ্চ। মঞ্চটা বাঁশের খুঁটির ওপর কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরী। মঞ্চে পর্দা রয়েছে। পর্দাটা বেশ দামী ঘন কালো রঙের। নীচে সোনালি জরির দুটি সমান্তরাল লাইন। স্টেজের পাশে উইং-স্ এর দুপাশেই-গ্রীনম। এই জায়গাটায় দলের সকলেই রাত্রিবাস করে।

কী তোদের কেমন লাগছে? জোজোদা হঠাৎ প্রা করেন।
তুংকা বলে,কাকু ওরা খাওয়াদাওয়া করতো কোথায়?
ঐ তাঁবুতেই কেরোসিনের স্টোভ জেলে রান্না করতো। দ্বাররক্ষী লোকটি রান্নার দায়িত্বে। সে নিজেই বাজার করতো। টাকা পয়সা সবই তার কাছে থাকতো।

দীপককুমার ওই লোকটি অর্থাৎ গগনবাবু এই দলের মালিক। দুজনের পার্টনারশিপ বিজনেস্।

জোজোদা তুমি অত সব জেনে যাও কি করে, --হরিশবাবুর নাতি তাতাই বলল।

জোজোদা বললেন, আমার ছোটবেলা থেকেই সব কিছুতেই উৎসাহ এবং আগ্রহ। তাই ওদের দলের কম বয়সী ছেলেদের সাথে ভিড়ে গেলুম। ছেলের দল সকাল সকাল উঠে ছোলা গুড় খেয়ে বিভিন্ন রকম জিমন্যাস্টিক-এর প্রাকটিস করতো। এরা কেউ লেখাপড়া শেখেনি। গ্রাম-গঞ্জে চাষবাসের কাজ করতো। গঞ্জ এবং শহরতলীর হাটে বা মেলায় খেলা দেখাতে গিয়ে দীপক কুমার আর গগনবাবু এদের সংগ্রহ করেছে। এরা খাওয়া পরার বিনিময়ে দলে ভিড়ে গেছে।

'' জোজোদা তোমার--এদের দলে নাম লেখাতে ইচ্ছে হয়নি।' -- গৌতম অধিকারীর ফচ্‌কে ছেলে তপাই হঠাৎ বেফাঁস বলে ফেললো।

জোজোর শরীরে রাগ বলে বস্তু নেই। সে মোটেই রেগে গেল না। সে বলে, ইচ্ছে যে একেবারে হয়নি তা নয়। তবে ওদের রাতে শোবার ব্যবস্থা আর ভবঘুরে জীবনের কথা ভেবে আর এগিয়ে যাইনি। একটু থেমে জোজোদা প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলেন, সেই দলে আমার বয়সী একটা ছেলে ছিল। নাম ফনি।

সে ম্যাজিকের শুতে বাদ্যযন্ত্রের সাথে সাথে অন্য কয়েকটি ছেলের সাথে মেয়েদের পোষাক পরে স্টেজের ওপর বিভিন্ন ধরনের জিমন্যাস্টিকের খেলা দেখাতো। ফনির মুখটা মেয়েলি ধাঁচের। প্রথম দিনের শো দেখে আমি ওকে মেয়েই ভেবেছিলাম।

দশ বারো জনেরএই দলটি নিজেদের মতো করে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদের মধ্যে ম্যাজিসিয়ান, জিমন্যাস্ট, বাদ্যযন্ত্রী থেকে শু করে ইলেকট্রিশিয়ান আবার পাচক সবই আছে। আর রয়েছে দীপককুমারের সঙ্গী এবং বন্ধু রবিকুমার। রবিকুমার ম্যাজিক বাক্স থেকে নানান খেলনা, কাগজের ফুল, অবশেষে জ্যান্ত পায়রা বার করে দেখায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম তাসের খেলাও সে দেখায়।

প্যারিবাবুর নাতনী ঝুম্পা বলে, জোজোদা দীপককুমারের দলে কোন মেয়ে ছিল না?
না ওদের দলে ছেলেরাই মেয়ে সেজে কাজ চালাতো।
ঝুম্পা বলে, আমি সেটাই জিজ্ঞাসা করছি কেন মেয়েরা যেতো না?
--জোজোদা কোন উত্তর করার আগেই ছেলের দল সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। 'ঝুম্পা তুই চুপ করবি!' -- জোজোদার প্রসঙ্গে ফিরে আসতে সুবিধা হয়।

সেই ম্যাজিকদলের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং সর্বশেষ খেলাটি 'নররাক্ষস'। এই নররাক্ষস সাজতো দীপককুমার নিজে। এই খেলাটি ভয়ংকর খেলা। একদিক থেকে পৈশাচিকও বটে। একটা জীবন্ত পায়রা নররাক্ষসকে দেওয়া হত। সে দুহাত দিয়ে টেনে পায়রার গলাটা দেহ থেকে আলাদা করে ফেলতো।

ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেতো। নররাক্ষস সেই রক্ত পান করতো।

সন্তু বলে, জোজোদা লোকটার ঘেন্না করতো না?

জোজোদা বলে, আর সেটাই তো খেলা। আর এই খেলা দেখতেই তখন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ ভিড় করতো। তখন তো টেলিভিশন ছিল না। গ্রামগঞ্জ শহরতলীতে এই সবই ছিল ছেলে বুড়োর বিনোদনের মাধ্যম।

জোজোদা একটু দম নিয়ে বলতে শু করেন। দিন সাতেক কাটতে না কাটতেই আমি নিয়ম করে সকাল বেলায় ওদের তাঁবুতে যাওয়া শু করলাম। দীপককুমার ও অন্যান্যদের সাথে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল। এরপর থেকে আমার আর টিকিট লাগে না। ইচ্ছে করলে রোজই শো চলার সময় তাঁবুর মধ্যে থাকতে পারি।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে দলের পক্ষ থেকে কিছু কিছু সহজ কাজ দেওয়া হল। আমি দর্শকের মধ্য থেকে উঠে এসে বিভিন্ন খেলা দেখানোতে অংশ গ্রহণ করতে শু করলাম। যেমন--চোখ বাঁধা ম্যাজিশিয়ান তালাবন্দী কাঠের বাক্স থেকে বোর্ডে লেখা যে কোন রকম যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের অঙ্ক করে দিচ্ছে। এই অঙ্কগুলি কি দেওয়া হবে সে সব আগে থেকেই দীপককুমার তৈরী করে রাখতো। যেমন ৫০ ৩০ কত? অথবা ৮ ৫ ১০ কত? এই অঙ্ক গুলি পূর্ব নির্দিষ্ট। যার উত্তর দীপককুমারের জানা। আমার কাজ ছিল ঐ পূর্বনির্দিষ্ট অঙ্কগুলি ধারাবাহিকভাবে কাগজ দেখে বোর্ডে লেখা।

আর শেষতম খেলা নররাক্ষসের খেলা। নররাক্ষসকে দুদিক থেকে দড়ি বেঁধে ধরে রাখতো। দশ-বারো জনের একটি দল। ঐ দলের আমিও একজন। খেলা শুর আগে থেকেই ঘোষণা করা হতো এবার শু হচ্ছে নররাক্ষসের খেলা। খেলার শুতে রবিকুমার একটি কাঁচের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে যাদুদন্ড স্পর্শ করিয়ে মন্ত্র পড়েন।

টিংকু বলে, জোজোদা তুমি সেই মন্ত্রটা জানো?...
না। ...ও আবার মন্ত্র নাকি অং বং চং এরকম আবোল তাবোল সব কথা। যাই হোক,মন্ত্রপূত জল দীপককুমারের গায়ে ছিটিয়ে দিতেই দীপককুমার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই রাক্ষসের মতো গর্জন করতে শু করে দর্শক শ্রোতাদের দিকে ছুটে যেতে চাইতো। তাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দুদিক থেকে দুইদল ধরে রেখেছে। সামনে যেতে বাঁধা পেয়ে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জন করতে থাকে। রবিকুমার তাকে একটি জ্যান্ত পায়রা দেয়। নররাক্ষস পায়রাটিকে মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন করে অর্ধেক খায়, অর্ধেক চারিদিকে ছিটিয়ে ফেলে। পায়রার পালক উড়তে থাকে। ধড় থেকে মুন্ডু আলাদা হয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। নররাক্ষস সেই রক্ত চুষে খায়। কাঁচা মাংস চিবুতে থাকে। এই সময় রবিকুমার আবার মন্ত্রপূত জল নররাক্ষসের দিকে ছুড়ে দেয়। আর অমনি ঠিক জোঁকের গায়ে নুনের ছিটে দিলে যেমন হয়। তেমনি নররাক্ষস নেতিয়ে পড়ে। তাকে চ্যাংদোলা করে গ্রীনমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেই খেলা শেষ হয়। ঘোষণা করা হয় পরের দিনের অনুষ্ঠানসূচী। অনুরোধ করা হয় দর্শকদের তাঁবু থেকে সুশৃঙ্খলভাবে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ইত্যাদি।

টুবলু বলে,আসলে নররাক্ষস ব্যাপারটা কি? মন্ত্রপূত জলই বা কি বস্তু।

এক্সজাক্টলি! ঠিক তোদের মত আমারও এই প্রশ্নটা মনে এসেছিল। সে কথাতেই আসছি। আমি তো ইতিমধ্যে ওদের দলের একজন হয়ে গিয়েছি। দিনের বেলায় কি রাত্রিবেলায় সব সময়ই আমার ঐ ম্যাজিক দলের তাঁবুর ভেতরে যাতায়াতের সুযোগ হয়ে গিয়েছিল।

একটু ঢোক গিলে জোজোদা বলেন, প্রসঙ্গত বলি, এই নররাক্ষসের খেলা ওরা রোজ দেখাতো না।

দীপককুমারের কথায়, এ খেলা দেখাতে শারীরিক এবং মানসিক উভয় ধকলই বহন করতে হয়। তাই রোজ এ খেলা দেখানো সম্ভব না।

পরপর ক'দিন দীপককুমারের শরীর ঠিক না থাকায় ঐ নররাক্ষসের খেলা হয়নি। টিকিট কাউন্টারে এসে দর্শকরা জিজ্ঞাসা করতে শু করল। নররাক্ষসের খেলা আজ দেখানো হবে কি?--এই খেলার বীভৎস রসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট।

দর্শকদের বিশেষ অনুরোধে কোনো এক শনিবার ঘোষণা শোনা গেল, আজ নররাক্ষসের খেলা দেখানো হবে।

আমি সেদিন সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে ম্যাজিকদলের তাঁবুতে ঢুকে পড়লাম। পরপর দুটো শো শেষ হলে বাড়ি ফিরবো। সেদিন আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দীপককুমারের নররাক্ষসে হওয়ার প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য করা। এর আগেই লক্ষ্য করেছিলাম যে দীপককুমার এই খেলা দেখানো শুর আগে বিশ্রাম নেয়।

সেই সময় রবিকুমার মঞ্চে ম্যাজিক দেখায়।
সেদিন দীপককুমার বেশ কয়েকটি ম্যাজিক দেখিয়ে রবিকুমারকে মঞ্চে খেলা দেখানোর দায়িত্ব দিয়ে গ্রীনমের দিকে যায়। গ্রীনমের কোণে আলাদা একটা তাঁবুতে দীপককুমার তার প্রস্তুতি নেয়। আমি ওর পিছু নিলাম। দেখলাম, তাঁবুতে ঢুকে বিছানায় আয়েস করে বসে দীপককুমার বোতল থেকে গ্লাসে তরল পদার্থ ঢেলে ঢক্‌ঢক্ করে পান করছে। পানীয়টা গলায় ঢেলে, মুখ বিকৃত করে একটা ঠোঙা থেকে ভাজা ছোলা নিয়ে মুখে দিচ্ছে। মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা বোতল শেষ হয়ে যায়। এদিকে তাঁবুর মধ্যে দীপককুমারের সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। চোখ মুখ ক্রমশঃ কঠিন এবং ভয়ানক হয়ে ওঠে।

মঞ্চ থেকে নররাক্ষসের খেলা শুর ঘোষণা হতেই সে গলদঘর্ম হয়ে একটি নেংটি মত পরে খালি গায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। তাকে কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়। তারপর নিয়ে আসা হয়--মঞ্চের ঠিক সামনে খালি জায়গায়। পাঁচজন পাঁচজন করে দুটি দল দুপাশ থেকে ধরে রাখে। যাতে সে কোনভাবেই দর্শকের দিকে এগিয়ে যেতে না পারে। রবিকুমার মন্ত্রপূত জল তার দিকে ছুড়ে দিতেই শু হয়ে যায় খেলা। দীপককুমার নররাক্ষসে রূপান্তরিত হয়। তাকে অন্যদিনের মতো পায়রা দেওয়া হয়। কিন্তু পায়রাটা তার হাত ফস্‌কে দর্শকদের দিকে পালায়। নররাক্ষস গর্জন করতে করতে দর্শকদের দিকে এগিয়ে যেতে চায়। দুপাশে পাঁচজন করে দশজন মিলেও তাকে ধরে রাখতে পারছে না। দর্শকরা কেউ কেউ ভয়ে চিৎকার করতে শু করে। শু হয় ধবস্তাধবস্তি, হৈ-হট্টগোল। অবস্থা শান্ত করতে রবিকুমার মন্ত্রপূতঃ জল দেয়। কিন্তু তাতেও সে শান্ত হয়নি। সেদিন কয়েক বালতি জল ঢেলে নররাক্ষসকে শান্ত করতে হয়েছিল। নেশার ঝোঁকে দীপককুমারকে শান্ত করতে এক কিশোর সহ দলের কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। জোজোদা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। টুবলু বলে, তাহলে ব্যাপারটা আসলে এই দাঁড়ালো যে অতিরিক্ত নেশা করে এ একধরনের পৈশাচিক মাতলামি।

জোজোদা বলেন, টুবলু--তুই--ঠিক ধরেছিস। আর এই কারণেই এই আইটেমটা ওরা রোজের ম্যাজিক শো-তে রাখতো না। তাসের খেলা, ওয়াটার অফ ইন্ডিয়া, রক্তপাতহীন দ্বিখন্ডিত বালক। মঞ্চ থেকে ম্যাজিশিয়ান অদৃশ্য ইত্যাদি সব জনপ্রিয় খেলাগুলি দেখাতো। কিছু দর্শকদের মধ্যে বহু দর্শক আছেন যারা বীভৎস রস পছন্দ করেন। তাই তাদের জন্য এই নররাক্ষস খেলা। কিন্তু দুর্ঘটনাবশত পায়রা হাত থেকে ফস্‌কে গিয়ে সেদিন যত বিপত্তি ঘটিয়েছিল।

আর এই খবরটা চারদিকে চাউর হতেই আশেপাশের পাড়া থেকে আপত্তি উঠল। ব্যাপারটা থানা পুলিশ অবধি গড়ালো।

জোজোদা একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ গিয়ে দেখলাম সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। দীপককুমার,রবিকুমার ও গগনবাবুর দেখা পেলাম না। কানাঘুষো শুনলাম ওদের থানা থেকে ডেকে পাঠানো হয়েছে।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে সব কিছু মিটিয়ে ওদের দলটি দুটো ট্রাকে করে সব মালপত্র চাপিয়ে অন্যত্র রওনা হয়ে গেল।

তুংকা বলে, জোজোদা তোমার মন খারাপ লাগছিল?

জোজোদা বলেন, তা একটু খারাপ লাগছিল বৈকি? ওদের সাথে মিশে, আমিও তো ওদের দলের একজন হয়ে গিয়েছিলাম।--আর তাই এই গল্পটা তোদের শোনাতে পারলাম।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com